গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং- ৫৪.০০.০০০০.০৪১.১৬.০০৯.২১-৩৫১

তারিখ: ১২ পৌষ ১৪২৮
২৭ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার ৩.৫ নং কার্যক্রম *(কালো বাজারে টিকিটে বিক্রয় বন্ধ এবং বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ)* বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২১) এর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার ৩.৫ নং কার্যক্রম *(কালো বাজারে টিকিটে বিক্রয় বন্ধ এবং বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ)* বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২১) এর এক সভা সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২১/১২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিরবণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ৬ পৃষ্ঠা।

২৭/১২/২০২১

(আ.স.ম. আশরাফুল আলম)
উপসচিব
☎ +৮৮০২৪১০৫০২৪৪
admin6@mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, হাউজ নং- ১২/সি, রোড নং -১০৫, গুলশান-২, ঢাকা।
০৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/ অপারেশন/ এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
০৭। সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।
০৮। উপসচিব (প্রশাসন-১/২ অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৯। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

অনুলিপি সদয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিরবণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার ৩.৫ নং কার্যক্রম *(কালো বাজারে টিকিট বিক্রয় বন্ধ এবং বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ)* বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) এর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ সেলিম রেজা সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২১ ডিসেম্বর, ২০২১
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০), রেলপথ মন্ত্রণালয়

সভার উপস্থিতি:

সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন/আরএস/এমএন্ডসিপি), মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

০২। **প্রারম্ভিক আলোচনা:**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) এর কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন আরো গতি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি উপসচিব (প্রশাসন-৬) কে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৬) বলেন, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) কর্মপরিকল্পনার ৩.৫ নং কার্যক্রম হচ্ছে কালো বাজারে টিকিট বিক্রয় বন্ধ এবং বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ। ইতোমধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রথম কোয়ার্টার এর প্রথম সভা ৩১/০৮/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনএসআই কর্মপরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ০৪টি সভার আয়োজন করা। অর্থ্যাৎ প্রতি কোয়ার্টারে একটি করে সভা। সে লক্ষ্যে অদ্যকার সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় ৪টি আলোচ্যসূচি রয়েছে সেগুলো হলো: (১) ৩১/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ; (২) বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি; (৩) কালোবাজারে

টিকেট বিক্রয় বন্ধ; এবং (৪) বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ। পরবর্তীতে তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। প্রসংগত তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রাপ্তির জন্য ৩১/১০/২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) ছাড়া আর কোন সংস্থা হতে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাম্প্রতিক মন্ত্রণালয় ভিত্তিক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদান চুক্তির মূল্যায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ৫০তম, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। এ প্রসংগে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরীবিক্ষণ) সভাকে বলেন এপিএ এর সাথে অন্যান্য যে সকল কার্যক্রম যেমন: শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) ইত্যাদি হতে নম্বর কম পাওয়ায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান নীচে চলে এসেছে। এ প্রসংগে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) বলেন গতকাল (২০/১২/২০২১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ হয়েছে তারা জানিয়েছে, প্রতিবেদন দিলেই নম্বর পাওয়া যাবে না, তার সাথে প্রমাণকও প্রয়োজন হবে। তাহলে নম্বর পাওয়া যাবে। যেমন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হলে তার জন্য সচিত্র প্রতিবেদন এবং কত টাকা আদায় হলো তাঁর প্রমাণক প্রয়োজন হবে। প্রমাণকগুলো মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংগে প্রমাণক প্রদর্শন না করায় এপিএ এর নম্বর কমে গিয়েছে। তিনি আরো বলেন, যখন উন্নয়ন কাজের পরিদর্শনে যাওয়া হয় সেখানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে, উপকারভোগীদের সাথে সভা করতে হবে এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কোন কাজে সমস্যা সৃষ্টি করলে তাকে কালো তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ করতে হবে এবং এসকল ডকুমেন্ট প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয়ে একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি আলাদা সেল গঠন করে এপিএ, এনআইএস, জিআরএস, আরটিআই ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মনিটরিং করার প্রস্তাব করেন।

অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) বলেন তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এপিএ টীম লিডার। এপিএ এর অধীনে শুদ্ধাচার একটি অংশ। এপিএ, এনআইএস এর কাজগুলো সঠিকভাবে করা হয়ে থাকে, কিন্তু উপযুক্ত তথ্য প্রমাণকের কারণে নম্বর কমে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এপিএ এর কাজগুলো বাজেট অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বাজেট ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগে কোন উপসচিব না থাকায় এ সংক্রান্ত কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সভাপতি বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) এ কার্যক্রমগুলো একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার সমন্বয়ে এপিএ সমন্বয় সেল নামে একটি সেল গঠন করে সম্পাদন করা হলে তদারকি করতে সুবিধা হবে। তবে সাময়িকভাবে বাজেট ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের এপিএ টীম লিডারের অধীনে একজন উপসচিবকে পদায়ন করে তাকে এ বিষয়গুলো মনিটরিং এর করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া এপিএ সমন্বয় সেলে একজন সহকারী প্রোগ্রামার, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও

একজন অফিস সহায়ককে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এপিএ টীম লিডারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে নিয়ে মাসে ২টি পর্যালোচনা সভা করে অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

৩. আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন দায়িত্ব নিম্নে প্রদত্ত হলো:

নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩.১	**এপিএ সমন্বয় সেল গঠন:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রূতি (সিটিজেন চার্টার) এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) এর কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এপিএ সমন্বয় সেল নামে একটি সেল গঠন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রূতি (সিটিজেন চার্টার) এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) এর কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাজেট ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের অধীনে ১ জন উপসচিব, ১ (এক) জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ (এক) জন কম্পিউটার অপারেটর ও ১ (এক) জন অফিস সহায়ক এর সমন্বয়ে সুশাসন সেল নামে একটি সেল গঠন করতে হবে। **এপিএ সমন্বয় সেলের কার্য পরিধি:** (১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রূতি (সিটিজেন চার্টার) এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) এর কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (২)বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রূতি (সিটিজেন চার্টার) এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) এর ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে বাজেট ও পরিবীক্ষণ	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও উপসচিব (প্রশাসন-১)

		অনুবিভাগের এপিএ টিম লিডার এর সভাপতিত্বে মাসে ০২ টি মনিটরিং সভা করতে হবে। এ সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টগণ তাদের নির্ধারিত সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন; (৩) এতদসংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে তা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন; (৪) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	
৩.৩	**কালোবাজারে টিকিট বিক্রয় বন্ধ:** ট্রেনে কালোবাজারে টিকিট বিক্রিয় বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) কালোবাজারি রোধকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা আরো জোরদার করে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ও চীফ কমান্ডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম)
৩.৪	**বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ :** ট্রেনে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(ক) রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, রেলওয়ে পুলিশ, ট্রেনের গার্ড, টিটিইগণকে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ রোধে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে; (খ) বিনা টেকেটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ,ও চীফ কমান্ডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম) (খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে ও চীফ কমান্ডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম)

৩.৫	**বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্র বৃদ্ধি:** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য পূর্বতন ১০ আইন/অর্ডিন্যান্স এর পাশাপাশি আরো ১৫টি আইনের উল্লেখ করে তার ক্ষেত্র বাড়ানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত আইনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি-না তা আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ১৫টি আইনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। উল্লেখ্য এ ক্ষেত্রে মূল কপি মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করে সি.সি: রেলপথ মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে

৪. অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/১২/২১

(মোঃ সেলিম রেজা)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-ক

সভার বিষয়	ঃ	**রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার ৩.৫ নং কার্যক্রম** *(কালো বাজারে টিকিট বিক্রয় বন্ধ এবং বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ প্রতিরোধ)* **বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) এর সভা।**
সভার সভাপতি	ঃ	জনাব মো: সেলিম রেজা, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ, সময় ও স্থান	ঃ	২১ ডিসেম্বর, ২০২১; সকাল ১১:০০ ঘটিকায়; সভাকক্ষ, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

রেলপথ মন্ত্রণালয় :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
০১।	ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-১৬৯১৬৫৮
০২।	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-১৬৩১৭৬৩৩
০৩।	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-৯৩৫৯৯৬৪২
০৪।	জনাব আ.স.ম আশরাফুল আলম, উপসচিব (প্রশাসন-৬) অধিশাখা	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭৫-১৫০০৪৬৪৬
০৫।	জনাব মো: তৌফিক ইমাম, উপসচিব (প্রশাসন-২) অধিশাখা	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১-১৬৯১৬৬৯

রেলওয়ে পুলিশ :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
০১।	জনাব মো: মোরশেদ আলম, অতিরিক্ত ডিআইজি	রেলওয়ে পুলিশ	০১৭৫৫৫০০৪৮৮

বাংলাদেশ রেলওয়ে:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
০১।	জনাব সরদার সাহাদাত আলী, এডিজি (অপারেশন)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩১০
০২।	জনাব মো: মঞ্জুর-উল-আলম চৌধুরী, এডিজি (রোলিং স্টক)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩০২
০৩।	জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩০৮
০৪।	জনাব মিহির কান্তি গুহ, মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), রাজশাহী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৫৩০৯
০৫।	জনাব জহিরুল ইসলাম, চীফ কমান্ড্যান্ট/পূর্ব	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৬১২৪
০৬।	জনাব আশাবুল ইসলাম, চীফ কমান্ড্যান্ট/পশ্চিম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১-১৫০৬১২৫